যুগান্তর

তারিখ — 1 [illegible] 2004
পৃষ্ঠা — ১৬ কলাম — ৩

দেশসেরা দশ মাদ্রাসা

যুগান্তর রিপোর্ট

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় ঢাকার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা এবছরও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ মাদ্রাসার ১৩৮ জন পরীক্ষার্থী লাভ করেছে সর্বোচ্চ সাফল্য জিপিএ-৫। গত বছরও এ মাদ্রাসা দেশসেরা হয়েছিল। জিপিএ-৫ লাভ করেছিল ৭৮ জন পরীক্ষার্থী। ৭৫টি জিপিএ-৫ পেয়ে তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ডেমরার দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা। টঙ্গীর তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা গত বছরের চেয়ে এক ধাপ নিচে নেমে গেছে। ফলাফল অনুযায়ী টঙ্গীর তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সারাদেশের সেরা দশ মাদ্রাসার মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে ডেমরার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৮ জন। এবছর এখান থেকে ৪১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩৯৭ জন। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৮৩ ভাগ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৫ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৫৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ১৫২ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে থাকা টঙ্গী তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭০ জন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২২৫ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করেছে। পাসের হার শতভাগ। চতুর্থ স্থানে থাকা চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৬ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ২৩২ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ২২৮ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ২৮ ভাগ। পঞ্চম স্থানে থাকা রংপুরের ধাপ সাতগড়া বাইতুল মোকাররম কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৭৮ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করেছে। পাসের হার শতভাগ। ষষ্ঠ স্থানে থাকা নরসিংদী জামেয়া-ই-কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৩ জন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭৯ জন পরীক্ষা দিয়ে ১৭৪ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৭ দশমিক ২১ ভাগ। সপ্তম স্থানে থাকা শর্ষিনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৩ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৩৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ১৩২ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫১ ভাগ। অষ্টম স্থানে থাকা ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসা থেকে এবছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৭৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ১৬৯ জন। পাসের হার ৯৭ দশমিক ৬৯ ভাগ। নবম স্থানে থাকা দারুল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ৭৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ৭৫ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৬৮ ভাগ। দশম স্থানে থাকা খুলনা কামিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫ জন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৪৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ১৩৮ জন। পাসের হার ৯৪ দশমিক ৫২ শতাংশ।